দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর রাত্রে প্রেমবিকার এবং দিবসেও তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। এদিকে (ভক্তগণের সহিত) গৌড়দেশ হইতে শিবানন্দ-সেন তাঁহার পত্নী ও পুত্রত্রয়কে লইয়া যাত্রা করিলেন। পথে নিত্যানন্দপ্রভুর বাসা পাইতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি শিবানন্দের প্রতি প্রেমকোপ দেখাইয়া লাথি মারিয়াছিলেন। শিবানন্দ তাহাতে কৃতার্থ হইলেও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীকান্ত-সেন দুঃখিত হইয়া অগ্রেই মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন। সেই বৎসর পরমেশ্বরদাস-মোদক সপরিবারে মহাপ্রভু-দর্শনে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাদের বিদায়কালে মহাপ্রভু অনেক বিনয়বাক্য প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ-পণ্ডিত শ্রীশচীমাতার জন্য প্রসাদবস্ত্রের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি শিবানন্দের গৃহ হইতে 'চন্দনাদি' নামক সুগন্ধি-তৈল এক কলসী প্রস্তুত করিয়া আনিয়া মহাপ্রভুর মস্তকে দিবার জন্য গোবিন্দকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই তৈল অঙ্গীকার না করায়, জগদানন্দ সেই তৈল-সহিত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দুইদিবস উপবাস করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে শীতল করিবার জন্য তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, জগদানন্দ পণ্ডিত অন্নব্যঞ্জন পাক করত মহাপ্রভুকে সেবা করাইয়া প্রসাদাদি লইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তগণকে সর্ব্বদা চৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণার্থ অনুরোধ ঃ—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা ।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥ ২ ॥

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণা সাগর ।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা-পূর্ণান্তর ॥ ৩ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তি ঃ—

অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ-অন্তর ।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর ॥ ৪ ॥

প্রভুর কৃষ্ণসঙ্গ-ব্যাকুলতা ঃ—

"হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন!
কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন!!" ৫ ॥

দিবারাত্রি কৃষ্ণবিরহজ্বালা ঃ—

রাত্রিদিন এই দশা, স্বস্তি নাহি মনে ।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ৬ ॥

প্রতিবর্ষের ন্যায় গৌড়ীয়ভক্তগণের প্রভুদর্শনার্থ পুরী-গমনোদ্‌যোগ ঃ—

এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥ ৭ ॥

সকল ভক্তের নবদ্বীপে আগমন ঃ—

শিবানন্দ-সেন আর আচার্য্য-গোসাঞি ।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা একঠাঞি ॥ ৮ ॥

কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী ।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি' ॥ ৯ ॥

প্রভুর নিষেধসত্ত্বেও নিত্যানন্দের যাত্রা ঃ—

নিত্যানন্দ-প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই ।
তথাপি দেখিতে চলেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ১০ ॥

সপরিবার গৌরভক্ত গৃহস্থগণের যাত্রা ঃ—

শ্রীবাসাদি চারি ভাই, সঙ্গেতে মালিনী ।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥ ১১ ॥

শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন-পুত্র লঞা ।
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাঞা ॥ ১২ ॥

দত্ত, গুপ্ত, বিদ্যানিধি, আর যত জন ।
দুই-তিন শত ভক্ত করিলা গমন ॥ ১৩ ॥

শচীকে প্রণামপূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে সকলের যাত্রা ঃ—

শচীমাতা দেখি' সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা ।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া ॥ ১৪ ॥

সম্পন্ন শিবানন্দের পথকর-প্রদান ও ভক্তগণের পরিচালনপূর্ব্বক ভক্তগণেরই সেবা ঃ—

শিবানন্দ-সেন করে ঘাটী-সমাধান ।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। হে ভক্তগণ, এই চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য শ্রবণ কর, গান কর এবং আনন্দে চিন্তা কর।

অনুভাষ্য

১। হে ভক্তাঃ, মুদা (আনন্দেন) চৈতন্যচরিতামৃতং নিত্যং (পুনঃ পুনঃ) শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং, (পুনঃ পুনঃ) গীয়তাং গীয়তাং, (পুনঃ পুনঃ) চিন্ত্যতাং, চিন্ত্যতাম্।

৬। পাঠান্তরে—'স্বাস্থ্য নাহি মানে।'

১০। অন্ত্য, ১০ম পঃ ৫-৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দের উড়িষ্যা-পথাভিজ্ঞতা ঃ—

সবার সব কার্য্য করেন, দেন বাসস্থান ।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ১৬ ॥
একদিন সবলোক ঘাটীতে রাখিলা ।
সবা ছাড়াঞা শিবানন্দ একেলা রহিলা ॥ ১৭ ॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রাম-ভিতর বৃক্ষতলে ।
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে ॥ ১৮ ॥

নিত্যানন্দের অপ্রাকৃত ব্রজ-গোপবালকবেশে ক্ষুন্নিবৃত্তির অভাবে শিবানন্দকে কৃত্রিম রোষাভাস-প্রদর্শন ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু ভোকে ব্যাকুল হঞা ।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাঞা ॥ ১৯ ॥
"তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল ।
ভোকে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥" ২০ ॥

নিত্যানন্দশাপ-শ্রবণে শিবানন্দপত্নীর ক্রন্দন ও শিবানন্দকে শাপবৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শুনি' শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা ।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটী হৈতে আইলা ॥ ২১ ॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া ।
"পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাঞা ॥" ২২ ॥

পত্নীকে শিবানন্দের আশ্বাসন ঃ—

তেঁহো কহে,—"বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া ?
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা ॥" ২৩ ॥

শিবানন্দের নিত্যানন্দ-পদাঘাত-সৌভাগ্যপ্রাপ্তি ঃ—

এত বলি' প্রভু-পাশে গেলা শিবানন্দ ।
উঠি' তাঁরে লাথি মাইলা প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ২৪ ॥
আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাঞা ।
শীঘ্র বাসা-ঘর কৈলা গৌড়-ঘরে গিয়া ॥ ২৫ ॥

নিত্যানন্দকে নির্ব্বাচিত গৃহে আনয়নপূর্ব্বক স্তুতি ঃ—

চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লঞা গেলা ।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥ ২৬ ॥

নিজজন-জ্ঞানেই সেবকের প্রতি প্রভুর ভর্ৎসনা —

"আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা ।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা ॥ ২৭ ॥

ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তি বা দুঃখই প্রচ্ছন্ন পরমকৃপা ও সুখ ঃ—

'শাস্তি'-ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা' ।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা ?? ২৮ ॥

সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নিত্যানন্দ-পদধূলি-লাভেই পুরুষার্থ কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু ।
হেন-চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ ২৯ ॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, ধর্ম্ম ।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম ॥" ৩০ ॥

স্ব-স্তুতি-শ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

শুনি' নিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দিত মন ।
উঠি' শিবানন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৩১ ॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান ।
আচার্য্যাদি-বৈষ্ণবেরে দিলা বাসস্থান ॥ ৩২ ॥

নিত্যানন্দের (গুরুর) ক্রোধাভাসই প্রচ্ছন্ন পরম-কৃপা ও নিত্যকল্যাণসূচক ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভুর সব চরিত্র—'বিপরীত' ।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকান্ত-সেনের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দের ভাগিনা,—শ্রীকান্ত-সেন নাম ।
মামার অগোচরে কহে করি' অভিমান ॥ ৩৪ ॥

মাতুলের নিত্যানন্দ-পদাঘাত-দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া একাকী পুরীতে গিয়া প্রভুদর্শন ঃ—

"চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি ।
'ঠাকুরালি' করেন গোসাঞি, তাঁরে মারে লাথি ॥"৩৫॥
এত বলি' শ্রীকান্ত-বালক আগে চলি' যান ।
সঙ্গ ছাড়ি' আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯। ভোকে—ক্ষুধা।

অনুভাষ্য

১৫। ঘাটী-সমাধান—জমিদারের মহালের মধ্যে যাত্রী বা পথিকগণ গমনাগমন করিলে, কর আদায় হইত। পূর্ব্বকালে পথকর প্রভৃতি আদায় না হওয়ায়, রাস্তাঘাটের মালিকগণ এই কর পাইতেন। শিবানন্দ-সেন জগন্নাথ-যাত্রিগণের প্রদেয় পথকর স্থানে-স্থানে ঘাটোয়ালগণের নিকট সরবরাহ করিতেন।

১৬। উড়িয়া-পথের—উড়িষ্যায় যাইবার পথের।

১৭। ঘাটোয়ালগণ অত্যাচার করিয়া যাত্রিগণের নিকট হইতে অধিক মাশুল আদায় করিত এবং তাহাদের প্রাপ্য হইতে অতিরিক্ত আদায় করিবার জন্য যাত্রিগণকে ঘাটীতে আটকাইয়া রাখিত। শিবানন্দ সকলযাত্রীর পক্ষে স্বয়ং 'জামিন' হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন।

২৩। 'বাউলী'—'বাতুলী' বা 'পাগলী' ; পাঠান্তরে, বাউনী,—ব্রাহ্মণী ; শৌক্র-ব্রাহ্মণ না হইলেও তৎকালে ভদ্রমহিলাবর্গকে তাদৃশ সম্ভাষণ বিহিত ছিল।

শ্রীকান্তকে গোবিন্দকর্ত্তৃক ভগবদ্বিগ্রহ-বিষয়ে মর্য্যাদা-বিধির উপদেশ ঃ—

পেটাঙ্গি-গায় করে দণ্ডবৎ-নমস্কার।
গোবিন্দ কহে,—"শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গি উতার ॥"৩৭॥

অন্তর্যামী প্রভুর শ্রীকান্তের মনোভাব-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ, করুক, যাতে ইহার সুখ ॥" ৩৮ ॥

প্রভুর গৌড়ীয়-ভক্তগণের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ও উত্তর ঃ—

বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিলা।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইলা ॥ ৩৯ ॥
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে'—এই প্রভুর বাক্য শুনি'।
জানিলা 'সর্ব্বজ্ঞ প্রভু'—এত অনুমানি' ॥ ৪০ ॥

স্বীয় মনোভাব-জ্ঞাতা প্রভুকে অন্তর্যামি-জ্ঞানে পদাঘাত-সংবাদ-গোপন ঃ—

শিবানন্দে লাথি মারিলা,—ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥ ৪১ ॥

গৌড়ীয়গণের আগমন ও নারীগণের দূর হইতে প্রভুদর্শন ঃ—

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন ॥ ৪২ ॥

সকলকে গৃহাদি-প্রদান ঃ—

বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেওয়াইলা।
মহাপ্রসাদ-ভোজনে সবারে বোলাইলা ॥ ৪৩ ॥

সপুত্রক শিবানন্দকে প্রভুর কৃপা ঃ—

শিবানন্দ তিনপুত্রে গোসাঞিরে মিলাইলা।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে সবায় বহুকৃপা কৈলা ॥ ৪৪ ॥

প্রশ্নোত্তরে কনিষ্ঠপুত্রের পরমানন্দপুরী-দাস নাম-শ্রবণ ঃ—

ছোটপুত্রে দেখি' প্রভু নাম পুছিলা।
'পরমানন্দদাস'-নাম সেন জানাইলা ॥ ৪৫ ॥

পরমানন্দপুরী-দাস-নামের আদিকারণ-বৃত্তান্ত-বর্ণন ; প্রভুর আজ্ঞায় নামকরণ ঃ—

পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ৪৬ ॥
"এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি' নাম ধরিহ তাহার ॥" ৪৭ ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত' কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে, জন্ম হৈল তার ॥ ৪৮ ॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিলা নাম—'পরমানন্দ-দাস'।
'পুরীদাস' করি' প্রভু করেন উপহাস ॥ ৪৯ ॥

পরমানন্দ (পুরী)-দাসের প্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ-চোষণ ঃ—

শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥ ৫০ ॥

শিবানন্দের পরম সৌভাগ্য ঃ—

শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার?
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার' ॥ ৫১ ॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিলা ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি' আচমন ॥ ৫২ ॥

সপরিবার শিবানন্দকে প্রভুর নিজজন-জ্ঞানে সাক্ষাৎ কৃপা ঃ—

"শিবানন্দের 'প্রকৃতি', পুত্র—যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায় ॥" ৫৩ ॥

শ্রীমায়াপুরবাসী পরমেশ্বর-মোদকের বৃত্তান্ত ঃ—

নদীয়াবাসী মোদক, তার নাম—'পরমেশ্বর'।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর বাল্যলীলা ও পরমেশ্বর ঃ—

বালক-কালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান।
দুগ্ধ, খণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান ॥ ৫৫ ॥
প্রভু-বিষয়ে স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে।
সে বৎসর সে আইল প্রভুরে দেখিতে ॥ ৫৬ ॥

পরমেশ্বরের আত্মপরিচয় দিয়া প্রণাম ও পত্নীর আগমন-জ্ঞাপন ঃ—

"পরমেশ্বর্যা মুঞি" বলি' দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি' প্রভু প্রীতে তাহারে পুছিল ॥ ৫৭ ॥
"পরমেশ্বর কুশল হও, ভাল হৈল, আইলা।"
"মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে," প্রভুরে কহিলা ॥৫৮॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। পেটাঙ্গি—অঙ্গরাখা, জামা।

৫৩। শিবানন্দের 'প্রকৃতি'—শিবানন্দের স্ত্রী।

অনুভাষ্য

২৫। গৌড়-ঘরে—গোয়ালার বাড়ীতে।

৩৭। তন্ত্রবাক্য—"বস্ত্রেণাবৃত-দেহস্তু যো নরঃ প্রণমেদ্ধরিম্। শ্বিত্রী ভবতি মূঢ়াত্মা সপ্ত জন্মনি ভাবিনি।।" *

৫০। পরবর্ত্তিকালে পিতৃদেবসহ পুরীতে আগমন এবং প্রভু-কর্ত্তৃক কৃষ্ণোচ্চারণার্থ বহু সাধ্যসাধনার পর অবশেষে তাঁহার কৃষ্ণলীলা-শ্লোক-রচনা—অন্ত্য, ১৬শ পঃ ৬৫-৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

* *হে ভাবিনি, বস্ত্রাবৃত-দেহ হইয়া যে-মানব শ্রীহরিকে প্রণাম করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি সপ্তজন্মকাল ধবলরোগী হইয়া থাকে।*

মাতৃতুল্যা বয়স্কা হইলেও স্ত্রীলোকের নাম-শ্রবণে জগদ্‌গুরু লোক-শিক্ষক সন্ন্যাসিলীলাভিনয়কারী প্রভুর সঙ্কোচ-বোধ ঃ—

মুকুন্দার মাতার নাম শুনি' প্রভু সঙ্কোচ হৈলা ।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা ॥ ৫৯ ॥

সরলস্নেহে বহিঃশিষ্টাচার বা বাহ্যমর্য্যাদা-জ্ঞানাভাব-দোষসত্ত্বেও ভাবগ্রাহী প্রভুর নিষ্কপট ব্যবহার-গুণে সন্তোষ ঃ—

প্রশ্রয়-প্রাগল্‌ভ্য শুদ্ধ-বৈদগ্ধী না জানে ।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে ॥ ৬০ ॥

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথাগ্রে নর্ত্তন ঃ—

পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন ॥ ৬১ ॥

ঈশ্বরের যাত্রাদি-দর্শনান্তে শ্রীবাসপত্নীর প্রভুকে ভিক্ষাদান ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন ।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ ৬২ ॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে ।
সেই ব্যঞ্জন করি' ভিক্ষা দেন ঘর-ভাতে ॥ ৬৩ ॥

দিবসে সগোষ্ঠী সঙ্কীর্ত্তন, রাত্রিতে নির্জ্জনে কৃষ্ণবিরহ ঃ—

দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ।
রাত্র্যে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥ ৬৪ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়-গমনের পূর্ব্বে ভক্তগণ-প্রতি প্রভুর উক্তি ঃ—

এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল ।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৫ ॥
সব ভক্ত করেন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ।
সর্ব্বভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন ॥ ৬৬ ॥

ভক্ত-দুঃখে ভগবানের দুঃখ ঃ—

"প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে ।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে ॥ ৬৭ ॥

ভক্তদুঃখহেতু প্রভুর তদ্দর্শনে নিষেধাজ্ঞা, অথচ ভক্তসঙ্গ-লোভ ঃ—

তোমা-সবার দুঃখ জানি' চাহি নিষেধিতে ।
তোমা-সবার সঙ্গসুখে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ৬৮ ॥

ভগবানের ভক্তগুণ-কীর্ত্তন ঃ—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলুঁ গৌড়েতে রহিতে ।
আজ্ঞা লঙ্ঘি' আইলা, কি পারি বলিতে ?? ৬৯ ॥
আইলেন আচার্য্য-গোসাঞি মোরে কৃপা করি' ।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি ॥ ৭০ ॥
মোর লাগি' স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া ।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি' আইসেন ধাঞা ॥ ৭১ ॥

ভক্তগণের প্রভুপ্রীতি-তুলনায় স্বীয় ভক্তপ্রীত্যভাব-রূপ দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া ।
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া ॥ ৭২ ॥

ভক্তসমীপে স্বীয় অপরিশোধ্য ঋণ ঃ—

সন্ন্যাসী মানুষ মোর, নাহি কোন ধন ।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন ?? ৭৩ ॥

ঋণ-শোধের উপায়-বর্ণন ঃ—

দেহমাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ ।
তাঁহা বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥" ৭৪ ॥

ভগবানের দৈন্যবিলাপোক্তি-শ্রবণে ভক্তগণের ক্রন্দন ঃ—

প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন ।
অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৭৫ ॥

ভক্তগণকে ভগবানের আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু সবার গলা ধরি' করেন রোদন ।
কান্দিতে কান্দিতে সবায় কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৭৬ ॥

বিরহ-দুঃখভারহেতু সকলের গমনে বিলম্ব ঃ—

সবাই রহিল, কেহ চলিতে নারিল ।
আর দিন পাঁচ-সাত এইমতে গেল ॥ ৭৭ ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতের প্রভুবাৎসল্য-বর্ণন ঃ—

অদ্বৈত-অবধূত কিছু কহে প্রভু-পায় ।
"সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায় ॥ ৭৮ ॥

ভগবদ্‌বাৎসল্য-প্রেমে ভক্ত আবদ্ধ ঃ—

আবার তাতে বান্ধ'—ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে ।
তোমা ছাড়ি' কেবা কাঁহা যাইবারে পারে ??" ৭৯ ॥

সকলকে সান্ত্বনা ও বিদায় দান ঃ—

তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া ।
সবারে বিদায় দিলা সুস্থির হঞা ॥ ৮০ ॥

নিত্যানন্দের প্রতি আজ্ঞা ঃ—

নিত্যানন্দে কহিলা—"তুমি না আসিহ বারবার ।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥" ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬০। 'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে'—এই কথা সন্ন্যাসীর নিকটে বলা—কেবল পূর্ব্বপ্রশ্রয়-প্রাগল্‌ভ্য-মাত্র। প্রশ্রয়-প্রাগল্‌ভ্য কখনই শুদ্ধ-বৈদগ্ধী অর্থাৎ শুদ্ধবাক্‌চাতুর্য্য জানে না।

অনুভাষ্য

৬০। পাঠান্তরে—'প্রশ্রয়-পাগল শুদ্ধ-বৈদগ্ধী না জানে'; 'প্রশ্রয়'-শব্দে স্নেহ, স্নেহযুক্ত সম্মান, বিনয়, বিশ্বাস, আদ্দার। 'প্রাগল্‌ভ্য'-শব্দে প্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য, তেজস্বিতা ; 'বৈদগ্ধী'-শব্দে চতুরতা, রসিকতা, শোভা, পটুতা, পাণ্ডিত্য, কৌশল, ভঙ্গী।

ভক্ত ও ভগবান্—পরস্পর প্রেমবদ্ধ, উভয়ের বিচ্ছেদে উভয়ের বিষাদ ঃ—

চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া ।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হঞা ॥ ৮২ ॥

ভগবানের বাৎসল্য-ঋণও ভক্তবিশেষের অপরিশোধ্য ঃ—

নিজ-কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিলা সবারে ।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে ?? ৮৩ ॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর প্রভুই পরিচালক, ভক্তই পরিচালিত ঃ—

যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
তাতে তাঁরে ছাড়ি' লোক যায় দেশান্তর ॥ ৮৪ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥ ৮৫ ॥

জগদানন্দের নবদ্বীপে শচীসকাশে আগমন ও প্রণামান্তে প্রভুদত্ত দ্রব্যাদি-প্রদান ঃ—

পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ 'আই' দেখিবারে ।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া-নগরে ॥ ৮৬ ॥
আইর চরণ যাই' করিলা বন্দন ।
জগন্নাথের বস্ত্র-প্রসাদ কৈলা নিবেদন ॥ ৮৭ ॥
প্রভুর নামে মাতারে দণ্ডবৎ কৈলা ।
প্রভুর বিনতি-স্তুতি মাতারে কহিলা ॥ ৮৮ ॥

জগদানন্দ-সমীপে শচীর পুত্রকথা-শ্রবণ ঃ—

জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে ।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি-দিনে ॥ ৮৯ ॥

শচীর নিকট মধ্যে মধ্যে প্রভুর হর্ষভরে মাতৃপাচিতান্ন-ভোজন-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

জগদানন্দ কহে,—"মাতা, কোন কোন দিনে ।
তোমার এথা আসি' প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৯০ ॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা ।
'মাতা আজি খাওয়াইলা আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৯১ ॥

বাৎসল্যভরে প্রভুর সাক্ষাদ্ভোজনকে শচীর স্বপ্ন-বোধ ঃ—

আমি যাই' ভোজন করি—মাতা নাহি জানে ।
সাক্ষাতে খাই আমি, তেঁহো 'স্বপ্ন' হেন মানে ॥" ৯২ ॥

শচীর পরম বাৎসল্যোক্তি ঃ—

মাতা কহে,—"কত রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন ।
নিমাঞি ইঁহা খায়,—ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ ৯৩ ॥
নিমাঞি খাঞাছে,—ঐছে হয় মোর মন ।
পাছে জ্ঞান হয়,—মুঞি দেখিনু 'স্বপন' ॥" ৯৪ ॥

শচীমাতা ও গৌড়ীয়-ভক্তগণসহ পণ্ডিতের চৈতন্যকথায় পরমসুখে দিন-যাপন ঃ—

এইমত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে ।
চৈতন্যের সুখ-কথা কহে রাত্রি-দিনে ॥ ৯৫ ॥
নদীয়ার ভক্তগণে সবারে মিলিলা ।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥ ৯৬ ॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ ।
জগদানন্দে পাঞা হৈলা আচার্য্য আনন্দ ॥ ৯৭ ॥
বাসুদেব, মুরারি-গুপ্ত জগদানন্দে পাঞা ।
আনন্দে রাখিলা ঘরে, না দেন ছাড়িয়া ॥ ৯৮ ॥

জগদানন্দ-মুখে চৈতন্যকথায় সকলেই আত্মহারা ঃ—

চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে ।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য-কথা-সুখে ॥ ৯৯ ॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত-ঘরে ।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥ ১০০ ॥

জগদানন্দের গুণাবলী ঃ—

চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য ।
যারে মিলে সেই মানে,—'পাইলুঁ চৈতন্য' ॥ ১০১ ॥

কাঞ্চনপল্লী হইতে চন্দন-তৈল সংগ্রহ এবং পুরীতে গিয়া প্রভুর ব্যবহারার্থ গোবিন্দকে প্রদান ঃ—

শিবানন্দসেন-গৃহে যাঞা রহিলা ।
'চন্দনাদি' তৈল তাঁহা একমাত্রা কৈলা ॥ ১০২ ॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া ।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া ॥ ১০৩ ॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিলা ।
"প্রভু-অঙ্গে দিহ' তৈল"—গোবিন্দে কহিলা ॥ ১০৪ ॥

প্রভুকে গোবিন্দের জগদানন্দেচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

তবে প্রভু-ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন ।
"জগদানন্দ চন্দনাদি-তৈল আনিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

জগদানন্দের অপ্রাকৃত নরবপু প্রভুর প্রতি অপ্রাকৃত অতুল-প্রেম ঃ—

তাঁর ইচ্ছা,—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায় ।
পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ শান্ত হঞা যায় ॥ ১০৬ ॥
এক-কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া ।
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া ॥" ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। একমাত্রা—যোল সের।

১০৩। গাগরী—কলসী।

অনুভাষ্য

১০৭। গৌড়দেশে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে আনিয়াছেন।

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপী প্রভুর আদর্শ-আচার-প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার!! ১০৮ ॥

পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া জগদ্‌গুরু প্রভুকর্ত্তৃক সাধককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণদ্বারা একমাত্র ভোক্তা ঈশ্বরেরই স্বারসিকী সেবা-কর্ত্তব্যোপদেশ ; তাহাতেই জীবের সেবা-শ্রম-সার্থকতা ঃ—

জগন্নাথে দেহ' তৈল,—দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম-সফলে ॥" ১০৯ ॥

জগদানন্দকে গোবিন্দের প্রভুর আদেশ-বাণী-জ্ঞাপন, জগদানন্দের প্রণয়াভিমান-ক্রোধ ঃ—

এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি' রহিল পণ্ডিত, কিছু না কহিল ॥ ১১০ ॥

পরে গোবিন্দের পুনরায় প্রভুকে জগদানন্দেচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।
"পণ্ডিতের ইচ্ছা,—তৈল করুন অঙ্গীকার ॥" ১১১ ॥

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর সাধক বা আচার্য্যকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ভোগচেষ্টার অনৌচিত্য-শিক্ষা-দান ঃ—

শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ-বচন।
"মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন!! ১১২ ॥
এই সুখ লাগি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস!
আমার 'সর্ব্বনাশ'—তোমার 'পরিহাস' ॥ ১১৩ ॥

নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-সম্ভোগপ্রিয় যতিবেষীকে গর্হণ ঃ—

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি' আমারে কহিবে ॥" ১১৪ ॥

প্রভুর রোষহেতু গোবিন্দ নির্ব্বাক ঃ—

শুনি' প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা ॥ ১১৫ ॥

স্বয়ং সর্ব্ববস্তুর ভোক্তা হইয়াও জগদানন্দের আগমনে লোক-শিক্ষক আচার্য্যরূপে প্রভুর সাধক বা আচার্য্যকে ইন্দ্রিয়সুখ-ত্যাগ বা আদর্শ-বৈরাগ্যাচার-প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"পণ্ডিত, তৈল আনিলা গৌড় হইতে।
আমি ত' সন্ন্যাসী,—তৈল না পারি লইতে ॥ ১১৬ ॥

পণ্ডিতকে উপদেশচ্ছলে সর্ব্বচিদুপকরণ-ভোক্তা ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট-দ্রব্যদ্বারা সেবাতেই জীবের সেবা-সাফল্য-শিক্ষাদান ঃ—

জগন্নাথে দেহ' লঞা দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥" ১১৭ ॥

প্রভুপ্রেমিক পণ্ডিতের প্রভুপ্রতি প্রণয়াভিমান-রোষ ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী?
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥" ১১৮ ॥

প্রভু-সম্মুখে তৈলপাত্র-ভঙ্গ ঃ—

এত বলি' ঘর হৈতে তৈল-কলস আনিয়া।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥ ১১৯ ॥

স্বগৃহে আপনাকে আবদ্ধকরণ ঃ—

তৈল ভাঙ্গি' সেই পথে নিজ-ঘর গিয়া।
শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট খিলিয়া ॥ ১২০ ॥

ভক্তপ্রেমবশ ভগবানের ভক্তমানভঞ্জন বা কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
"উঠহ পণ্ডিত"—করি' কহেন ডাকিয়া ॥ ১২১ ॥

ভক্তগৃহে ভগবানের স্বয়ং উপযাচকরূপে ভিক্ষাঙ্গীকার ঃ—

"আজি ভিক্ষা দিবা আমায় করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিমু, এবে যাই দরশনে ॥" ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৪। দারী সন্ন্যাসী—সস্ত্রীক সন্ন্যাসী।

১২২। যাই দরশনে—শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাই।

অনুভাষ্য

১০৮। "প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা। মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ।।"* এই 'ব্রত'-শব্দে কেহ কেহ 'যতিব্রত' ব্যাখ্যা করেন। তিথি-তত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন লিখিয়াছেন,—"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্। অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ।।" অর্থাৎ ঘৃত, সার্ষপতৈল, পুষ্পতৈল এবং পক্বতৈল মাখিলে 'গৃহস্থে'র পক্ষে দোষাবহ হয় না।

১১২। সহায়হীন ভিক্ষুর অর্থাৎ সন্ন্যাসীর অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে নাই। এক্ষেত্রে বিলাস-সহচর সুগন্ধি-তৈল মাখাইবার জন্য বিলাসপরায়ণ ভোগিগণের ন্যায় কিঙ্করতুল্য লোক নিযুক্ত করিলে বিশেষ সুখের বিষয় হয়,—ইহা শ্লেষোক্তি।

১১৪। দারী সন্ন্যাসী—স্ত্রীসম্ভোগী, মিথ্যাচার-ভ্রষ্ট, তান্ত্রিক যতি।

১২০। জগদানন্দ সমুদ্রকূলে হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থানের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান-কালের 'সাত-আসন' নামক ভজন-কুটীর-সমূহের অন্যতম 'গিরিধারী'-আসনে থাকিতেন,—ইহা শ্রীরঘুনাথবৈদ্য-লিখিত গ্রন্থ হইতে জানা যায়।

---

* *প্রাতঃস্নানকালে, যে কোন ব্রতে, দ্বাদশী-তিথিতে (অথবা দ্বাদশী-ব্রতে) এবং সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহণকালে তৈল-ব্যবহার মদ্যলেপন তুল্য, অতএব তৎকালে তৈল বর্জ্জনীয়।*

প্রভুপ্রেমিক পণ্ডিতের প্রভুর জন্য ভোগ-রন্ধন ও সমর্পণ ঃ—

এত বলি' প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি' নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥ ১২৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদপ্রক্ষালন করি' বসিলা আসনে ॥ ১২৪ ॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈলা।
কলার ডোঙ্গা ভরি' ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিলা ॥ ১২৫ ॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসী-মঞ্জরী।
জগন্নাথের পিঠা-পানা আগে আনে ধরি' ॥ ১২৬ ॥

অভিন্নাত্মা প্রণয়পাত্র ভক্তসহ ভক্তপ্রেমবশ ভগবানের একত্র আহারেচ্ছা ঃ—

প্রভু কহে,—"দ্বিতীয়-পাতে বাড়' অন্ন-ব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিমু ভোজন ॥" ১২৭ ॥
হস্ত তুলি' রহেন প্রভু, না করেন ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহেন কিছু সপ্রেম বচন ॥ ১২৮ ॥

পণ্ডিতের প্রভুপ্রীত্যুক্তি ; পশ্চাৎ উপবেশনাঙ্গীকার ঃ—

"আপনে প্রসাদ লহ, পাছে মুঞি লইমু।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু ??" ১২৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক পণ্ডিতের প্রেমপাচিতান্ন-প্রসাদের স্তুতিপূর্ব্বক তদ্ভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥ ১৩০ ॥
"ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে স্বাদ!
এই ত' জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের 'প্রসাদ' ॥ ১৩১ ॥
আপনে খাইবে কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥ ১৩২ ॥
ঐছে অমৃত-অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন ??" ১৩৩ ॥

গৌর-সর্ব্বস্ব, গৌরগতপ্রাণ পণ্ডিতের প্রভুকেই সর্ব্বকর্ত্তৃ-স্বরূপে জ্ঞান ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"যে খাইবে, সেই পাককর্ত্তা।
আমি সব,—কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা ॥" ১৩৪ ॥

ভক্তের অভিমান-ভয়ে ভগবানের প্রচুর ভোজন ঃ—

পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু, খায়েন হরিষে ॥ ১৩৫ ॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইলা ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥ ১৩৬ ॥
বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন।
সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ১৩৭ ॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু, খায়েন তরাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ ১৩৮ ॥

পরিবেশন-বিরামার্থ পণ্ডিতকে কাতরভাবে অনুরোধ ঃ—

তবে প্রভু কহেন করি' বিনয়-সম্মান।
"দশগুণ খাওয়াইলা, এবে কর সমাধান ॥" ১৩৯ ॥

আচমনান্তে প্রভুর পণ্ডিতকে স্বসম্মুখে ভোজনে অনুরোধ ঃ—

তবে মহাপ্রভু উঠি' কৈলা আচমন।
পণ্ডিত আনিল, মুখবাস, মাল্য, চন্দন ॥ ১৪০ ॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
"আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥' ১৪১ ॥

বাম্যস্বভাব পণ্ডিতের ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে প্রভুর মর্য্যাদা-সংরক্ষণ, প্রভুকে বিশ্রামে গমনার্থ-প্রার্থনা ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"প্রভু যাই' করুন বিশ্রাম।
মুই, এবে প্রসাদ লইমু করি' সমাধান ॥ ১৪২ ॥

গোবিন্দের সঙ্গী প্রভুভৃত্য রামাই ও রঘুনাথভট্টের সেই ভোগ-রন্ধনান্তে প্রভু-প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই, রঘুনাথ।
ইঁহা-সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন-ভাত ॥" ১৪৩ ॥

পণ্ডিতের ভোজন-সংবাদ-জ্ঞাপনার্থ গোবিন্দকে আদেশ দিয়া প্রভুর গৃহে গমন ঃ—

প্রভু কহেন,—"গোবিন্দ, তুমি ইঁহাই রহিবা।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে, আমারে কহিবা ॥" ১৪৪ ॥

প্রভুসুখৈকনিষ্ঠ পণ্ডিতের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা না করিয়া গোবিন্দকে প্রভু-সেবনার্থ প্রেরণ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ॥ ১৪৫ ॥
"তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদসম্বাহনে।
কহিহ,—'পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে ॥' ১৪৬ ॥

প্রভুর নিদ্রান্তে প্রভুচ্ছিষ্ট-সম্মানার্থ আসিতে অনুরোধ ঃ—

তোমার প্রভুর 'শেষ' রাখিমু ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া ॥" ১৪৭ ॥

সকলের বণ্টনপূর্ব্বক প্রভুচ্ছিষ্ট-সম্মান ঃ—

রামাই, নন্দাই, আর গোবিন্দ, রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া দিলা প্রভুর ব্যঞ্জন-ভাত ॥ ১৪৮ ॥

অনুভাষ্য

১৩৯। সমাধান—নিষ্পত্তি, সমাপন, অবসান, শেষ।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বয়ং প্রভুচ্ছিষ্ট-গ্রহণ ঃ—

আপনে প্রভুর 'শেষ' করিলা ভোজন ।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তপ্রেমবশ ভগবানেরও স্ব-সুখার্থ চেষ্টা ছাড়িয়া ভক্তের সন্তোষানুসন্ধান ঃ—

"দেখ,—জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায় ।
শীঘ্র আসি' সমাচার কহিবে আমায় ॥" ১৫০ ॥

পণ্ডিতের ভোজনান্তে প্রভুর শয়ন ; ভক্তের তৃপ্তি বা সন্তোষেই প্রভুর নিজকার্য্য-সমাধান-জ্ঞান ও সুখ ঃ—

গোবিন্দ আসি' দেখি' কহিল পণ্ডিতের ভোজন ।
তবে মহাপ্রভু করিলা স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥ ১৫১ ॥

গৌরবশকারী পণ্ডিত ও প্রভুর প্রেমের সহিত দ্বাপরে সত্যভামা ও বাসুদেবের প্রেমোপমা ঃ—

জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে ।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥ ১৫২ ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা ?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা ॥ ১৫৩ ॥

পণ্ডিতের 'প্রেমবিবর্ত্ত'-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণে প্রেমোদয় ঃ—

জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন ।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। 'প্রেমবিবর্ত্ত'—এক অর্থ এই যে, প্রেমের 'বিবর্ত্ত' অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষভ্রম হয়, এরূপ ব্যবহার ; দ্বিতীয়ার্থ এই যে, জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে স্ব-কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত'-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।
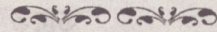
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু কলার শরলায় শয়ন করিলে তাঁহার বড় কষ্ট হয় বলিয়া জগদানন্দ লেপ-বালিস ইত্যাদি তৈয়ার করিলে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। স্বরূপ গোস্বামী কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া যে লেপ-বালিসের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে গমন করত সনাতনের সহিত বহুবিধ ভক্তি আস্বাদন করিলেন। মুকুন্দ সরস্বতীর বহির্ব্বাস-সম্বন্ধে আচার্য্যাভিমানরূপ পরমোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। জগদানন্দ সনাতনের ভেট মহাপ্রভুকে দিলে তাহাতে পিলু-ফল-ভক্ষণের রহস্য উঠিল। দেবদাসীর গান-শ্রবণে মহাপ্রভু কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া, গায়ক যে স্ত্রীলোক ইহা না জানিয়া তাহার দিকে দৌড়িতেছিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে অবরোধ করায়, তিনি 'স্ত্রীলোক' নাম শুনিয়া গোবিন্দকে ধন্যবাদ দিলেন। সন্ন্যাসীর বা বৈষ্ণবের পক্ষে পরস্ত্রীর মুখে কৃষ্ণগীত সাক্ষাৎ শ্রবণ করা যে অযুক্ত—ইহা এই আখ্যায়িকায় পাওয়া যায়। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার সময় কায়স্থ রামদাস-বিশ্বাস-পণ্ডিতকে পথে সঙ্গে পাইয়াছিলেন। বিশ্বাস-পণ্ডিতের হৃদয়ে বিদ্যাগর্ব্বহেতু মুক্তি-বাঞ্ছা থাকায় মহাপ্রভু তাহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন না। ভট্টগোস্বামীর আংশিক জীবনী এই পরিচ্ছেদ-শেষে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহকৃশ অথচ ভাবপ্রফুল্ল প্রভুর আশ্রয়গ্রহণ ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজাত আর্ত্তিক্রমে মন ও তনু ক্ষীণ হইলেও ভাবোদয়-সময়ে যিনি প্রফুল্লতা ধারণ করিতেন, সেই গৌর-চন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) মনঃ তনূঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা (কৃষ্ণবিরহজনিতপীড়য়া) ক্ষীণে অপি চ ভাবৈঃ (সাত্ত্বিকাদিভিঃ) ক্বচিৎ ফুল্লতাং (স্ফীততাং) দধাতে (ধারয়তঃ), তং গৌরম্